

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মচার্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের সাধারণ বর্ণনা সহ ব্রহ্মচারী এবং বানপ্রস্থ আশ্রমের বিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ সমাজের বর্ণবিভাগের বর্ণনা করেছেন, এবং এখন এই অধ্যায়ে তিনি ব্রহ্মচার্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস নামক আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের চারটি আশ্রমের বর্ণনা করেছেন।

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সদগুরুর তত্ত্বাবধানে থেকে, ঐকান্তিক শ্রদ্ধা এবং প্রণতি সহকারে দীনহীন দাস রূপে তাঁর সেবা করে, সর্বদা তাঁর আদেশ পালন করা। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য আধ্যাত্মিক কার্যকলাপে যুক্ত থাকা এবং সদগুরুর তত্ত্বাবধানে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা। ব্রহ্মচার্যের প্রথা অনুসারেই তাঁর মেখলা, অজিন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধারণ করা উচিত। প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় তার ভিক্ষা করা উচিত, এবং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা উচিত। শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে তার প্রসাদ গ্রহণ করা উচিত, এবং শ্রীগুরুদেব যদি কখনও তাকে আহার করার নির্দেশ দিতে ভুলে যান, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য নিজের উদ্যোগে প্রসাদ গ্রহণ না করে উপবাস থাকা। নিতান্ত প্রয়োজন যতটুকু, ততটুকু আহার করেই সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা ব্রহ্মচারীদের গ্রহণ করা উচিত, দায়িত্ব পালনে তার অত্যন্ত দক্ষ হওয়া উচিত, এবং সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। ইন্দ্রিয়-সংযম এবং যতদূর সম্ভব স্ত্রীসঙ্গ বর্জন করার চেষ্টা করা ব্রহ্মচারীর অবশ্য কর্তব্য। তার কর্তব্য অত্যন্ত কঠোরতা সহকারে স্ত্রীসঙ্গ, গৃহস্থ-সান্নিধ্য এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বর্জন করা। স্ত্রীলোকের সঙ্গে নির্জন স্থানে আলাপ ব্রহ্মচারীর পক্ষে সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

এইভাবে ব্রহ্মচারীরূপে শিক্ষা সমাপ্ত করার পর গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ব্রহ্মচারীর গুরুদক্ষিণা দান করা উচিত, এবং তারপর শ্রীগুরুদেবের আদেশ নিয়ে নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচার্য-ব্রত অবলম্বন করা অথবা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পরবর্তী আশ্রম—গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। গৃহস্থ-

আশ্রম, ব্রহ্মচর্য-আশ্রম এবং সন্ন্যাস-আশ্রমের কর্তব্য শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হয়েছে। গৃহস্থ-আশ্রম অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন জীবন উপভোগ করার জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মৈথুন আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া। বৈদিক সংস্কৃতিতে প্রতিটি আশ্রমই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য, এবং যদিও গৃহস্থ-আশ্রমে কিছু সময়ের জন্য মৈথুন-জীবনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবুও তা অনিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন জীবনে লিপ্ত হওয়ার জন্য নয়। তাই গৃহস্থ-জীবনেও অবৈধ মৈথুনের অনুমতি দেওয়া হয়নি। গৃহস্থের স্ত্রীগ্রহণ মৈথুনসুখ উপভোগের জন্য নয়। বীর্যক্ষয়ও অবৈধ মৈথুন।

গৃহস্থ-আশ্রমের পর বানপ্রস্থ আশ্রম হচ্ছে গৃহস্থ এবং সন্ন্যাস আশ্রমের মধ্যবর্তী আশ্রম। বানপ্রস্থ-আশ্রমে অন্ন আহারে বাধা রয়েছে এবং যে ফল গাছে পাকেনি সেই ফল আহারে নিষেধ রয়েছে। আগুনে পাক করা খাদ্য তাঁর ভোজন করা উচিত নয়, যদিও তিনি চরু অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত শস্য আহার করতে পারেন। যে ফল এবং শস্য স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে তা তিনি খেতে পারেন। বানপ্রস্থ-আশ্রমে পর্ণকুটিরে বাস করে তিনি শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করবেন। তাঁর কর্তব্য নখ অথবা চুল না কাটা এবং দন্তধাবন ও গাত্রসম্মার্জন ত্যাগ। তাঁর কর্তব্য বৃক্ষের বন্ধল পরিধান করা, দণ্ডগ্রহণ করা, এবং বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুই বছর অথবা ন্যূনপক্ষে এক বছর প্রতিজ্ঞাপূর্বক বনে বাস করা। অবশেষে বৃদ্ধ অবস্থার ফলে যখন তিনি আর বানপ্রস্থ-আশ্রমের কার্য করতে পারেন না, তখন ধীরে ধীরে সব কিছু বন্ধ করে তাঁর শরীর ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

ব্রহ্মচারী গুরুকূলে বসন্দান্তো গুরোহিতম্ ।

আচরন্ দাসবনীচো গুরৌ সুদৃঢ়সৌহৃদঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—শ্রীনারদ মুনি বললেন; ব্রহ্মচারী—গুরুগৃহে অধ্যয়নরত ব্রহ্মচারী; গুরু-কূলে—শ্রীগুরুদেবের আশ্রমে; বসন্—বাস করে; দান্তঃ—নিরন্তর ইন্দ্রিয়-সংযমের অভ্যাস করে; গুরোঃ হিতম্—কেবল শ্রীগুরুদেবের লাভের জন্য (নিজের লাভের জন্য নয়); আচরন্—অভ্যাস করে; দাসবৎ—দাসের মতো অত্যন্ত বিনীত হয়ে; নীচঃ—বিনীত; গুরৌ—শ্রীগুরুদেবকে; সুদৃঢ়—দৃঢ়তাপূর্বক; সৌহৃদঃ—বন্ধুত্ব অথবা শুভ ইচ্ছা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—বিদ্যার্থীর কর্তব্য পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়-সংযম করার অভ্যাস করা। তার কর্তব্য বিনীতভাবে শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে সৌহার্দ্য পরায়ণ হওয়া, এবং দাসবৎ আচরণ করা। এইভাবে মহান ব্রত সহকারে, কেবলমাত্র শ্রীগুরুদেবের হিতসাধনের জন্য ব্রহ্মচারীর গুরুকূলে বাস করা উচিত।

শ্লোক ২

সায়ং প্রাতরুপাসীত গুর্বগ্ন্যর্কসুরোত্তমান্ ।

সন্ধ্যো উভে চ যতবাগ্ জপন্ ব্রহ্ম সমাহিতঃ ॥ ২ ॥

সায়ম্—সন্ধ্যাবেলায়; প্রাতঃ—সকালে; উপাসীত—উপাসনা করা উচিত; গুরু—শ্রীগুরুদেবের; অগ্নি—অগ্নির (যজ্ঞের দ্বারা); অর্ক—সূর্যের; সুর-উত্তমান্—এবং পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; সন্ধ্যো—সকালে এবং সন্ধ্যায়; উভে—উভয়; চ—ও; যত-বাক্—মৌন হয়ে; জপন্—জপ করে; ব্রহ্ম—গায়ত্রী মন্ত্র; সমাহিতঃ—পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে।

অনুবাদ

প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে, উভয় সন্ধ্যায় সমাহিত চিত্তে মৌন হয়ে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে গুরু, অগ্নি, সূর্য এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য।

শ্লোক ৩

ছন্দাংস্যধীয়ীত গুরোরাহুতশ্চেৎ সুযন্ত্রিতঃ ।

উপক্রমেহবসানে চ চরণৌ শিরসা নমেৎ ॥ ৩ ॥

ছন্দাংসি—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র আদি বৈদিক মন্ত্র; অধীয়ীত—নিয়মিতভাবে জপ করা উচিত অথবা পাঠ করা উচিত; গুরোঃ—শ্রীগুরুদেব থেকে; আহুতঃ—তিনি ডাকলে; চেৎ—যদি; সুযন্ত্রিতঃ—সাবধান হয়ে; উপক্রমে—প্রথমে; অবসানে—শেষে (বৈদিক মন্ত্র পাঠ করার পর); চ—ও; চরণৌ—শ্রীপাদপদ্মে; শিরসা—মস্তক দ্বারা; নমেৎ—প্রণতি নিবেদন করা উচিত।

অনুবাদ

শ্রীগুরুদেব আহ্বান করলে, তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত বৈদিক মন্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত, এবং প্রতিদিন অধ্যয়নের প্রারম্ভে ও শেষে শ্রীগুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করা শিষ্যের কর্তব্য।

শ্লোক ৪

মেখলাজিনবাসাংসি জটাদণ্ডকমণ্ডলুন্ ।

বিভ্রয়াদুপবীতং চ দৰ্ভপাণির্যথোদিতম্ ॥ ৪ ॥

মেখলা—মেখলা; অজিন-বাসাংসি—মৃগচর্মের বসন; জটা—জটা; দণ্ড—দণ্ড; কমণ্ডলুন্—এবং কমণ্ডলু; বিভ্রয়াৎ—তার (ব্রহ্মচারীর) কর্তব্য নিয়মিতভাবে তা বহন করা অথবা ধারণ করা; উপবীতম্ চ—এবং যজ্ঞ-উপবীত; দৰ্ভ-পাণিঃ—হস্তে পবিত্র কুশঘাস ধারণ করে; যথা উদিতম্—শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য হস্তে কুশঘাস ধারণ করে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মেখলা, মৃগচর্মের বসন, জটা, দণ্ড, কমণ্ডলু এবং উপবীত ধারণ করা।

শ্লোক ৫

সায়ং প্রাতশ্চরৈভিক্ষ্যং গুরবে তন্নিবেদয়েৎ ।

ভুঞ্জীত যদ্যনুজ্ঞাতো নো চেদুপবসেৎ ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥

সায়ম্—সন্ধ্যাবেলায়; প্রাতঃ—সকালে; চরেৎ—বাইরে যাওয়া উচিত; ভৈক্ষ্যম্—ভিক্ষা গ্রহণ করার জন্য; গুরবে—শ্রীগুরুদেবকে; তৎ—সে যা কিছু সংগ্রহ করে; নিবেদয়েৎ—নিবেদন করা উচিত; ভুঞ্জীত—আহার করা উচিত; যদি—যদি; অনুজ্ঞাতঃ—(শ্রীগুরুদেবের দ্বারা) আদিষ্ট হলে; নো—অন্যথা; চেৎ—যদি; উপবসেৎ—উপবাস করা উচিত; ক্বচিৎ—কখনও কখনও।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সকালে ও সন্ধ্যায় ভিক্ষা সংগ্রহ করা এবং ভিক্ষালব্ধ সমস্ত বস্তু শ্রীগুরুদেবকে দান করা। গুরুদেব যদি আদেশ দেন, তা হলেই কেবল তার

আহার করা উচিত; শ্রীগুরুদেব যদি তাকে আদেশ না দেন, তা হলে কখনও বা তার উপবাস করা উচিত।

শ্লোক ৬

সুশীলো মিতভুগ্ দক্ষঃ শ্রদ্ধধানো জিতেन्द्रিয়ঃ ।

যাবদর্থং ব্যবহরেৎ স্ত্রীষু স্ত্রীনির্জিতেষু চ ॥ ৬ ॥

সুশীলঃ—অত্যন্ত নম্র এবং সুন্দর স্বভাব; মিতভুগ্—যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আহার করে, প্রয়োজনের অধিক অথবা প্রয়োজন থেকে কম আহার না করে; দক্ষঃ—নিপুণ অথবা অনলস; শ্রদ্ধধানঃ—শাস্ত্র এবং শ্রীগুরুদেবের বাণীতে পূর্ণ শ্রদ্ধা সমন্বিত; জিত-ইন্দ্রিয়ঃ—সর্বতোভাবে সংযত ইন্দ্রিয়; যাবৎ-অর্থম্—যতটুকু প্রয়োজন; ব্যবহরেৎ—বাহ্যরূপে আচরণ করা উচিত; স্ত্রীষু—স্ত্রীলোকদের; স্ত্রীনির্জিতেষু—স্ত্রৈণ ব্যক্তিদের সঙ্গে; চ—ও।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য সুশীল এবং নম্র হওয়া, পরিমিত আহার করা, অনলস এবং দক্ষ হওয়া, শ্রীগুরুদেব ও শাস্ত্রের নির্দেশে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া, জিতেन्द्रিয় হওয়া এবং স্ত্রী ও স্ত্রৈণদের সঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করা।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে স্ত্রী অথবা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ বর্জন করা। যদিও ভিক্ষা করতে গেলে কখনও কখনও তাদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন হয়, তবুও কেবল ভিক্ষা করার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই কথা বলা উচিত এবং অন্য কোন বিষয় আলোচনা করা উচিত নয়। ব্রহ্মচারীর কর্তব্য স্ত্রীলোকদের প্রতি যারা অত্যন্ত আসক্ত, তাদের সঙ্গ করার সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা।

শ্লোক ৭

বর্জয়েৎ প্রমদাগাথামগৃহস্থো বৃহদ্রতঃ ।

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্ত্যপি যতের্মনঃ ॥ ৭ ॥

বর্জয়েৎ—বর্জন করা উচিত; প্রমদা-গাথাম্—স্ত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন; অগৃহস্থঃ—যিনি গৃহস্থ-আশ্রম স্বীকার করেননি (ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসী); বৃহৎ-ব্রতঃ—ব্রহ্মচর্য ব্রতপরায়ণ; ইন্দ্রিয়ানি—ইন্দ্রিয়সমূহ; প্রমাথীনি—অত্যন্ত বলবান; হরন্তি—হরণ করে; অপি—ও; যতেঃ—সন্ন্যাসীর; মনঃ—মন।

অনুবাদ

ব্রহ্মচারী অথবা যারা গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করেননি, তাঁদের কর্তব্য অত্যন্ত দৃঢ়তাপূর্বক স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কথোপকথন অথবা স্ত্রীলোকদের বিষয়ে কথোপকথন পরিত্যাগ করা, কারণ ইন্দ্রিয়গুলি এতই বলবান যে, তা সন্ন্যাসীর মনকেও বিচলিত করে।

তাৎপর্য

ব্রহ্মচার্যের অর্থ কেবল বিবাহ না করার ব্রত গ্রহণ করাই নয়, অধিকন্তু ব্রহ্মচর্য (বৃহদ্রত) নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। ব্রহ্মচারী অথবা সন্ন্যাসীর কর্তব্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে বার্তালাপ না করা এবং স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ না করা। স্ত্রীসঙ্গ বর্জনের ভিত্তিতেই আধ্যাত্মিক জীবন প্রতিষ্ঠিত। কোন বৈদিক শাস্ত্রে স্ত্রীসঙ্গ করার অথবা তাদের সঙ্গে অনর্থক কথোপকথনের উপদেশ কখনও দেওয়া হয়নি। সমস্ত বৈদিক প্রথা যৌন জীবন বর্জনের শিক্ষা দেয়, যার ফলে ধীরে ধীরে ব্রহ্মচর্য থেকে গৃহস্থ, গৃহস্থ থেকে বানপ্রস্থ এবং বানপ্রস্থ থেকে সন্ন্যাস-আশ্রমে ক্রমশ উন্নতি লাভ করে জড় জগতের বন্ধনের মূল কারণ জড় সুখভোগ পরিত্যাগ করতে পারা যায়। বৃহদ্রত শব্দটি সেই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করে যিনি বিবাহ না করতে মনস্থ করেছেন, অথবা যিনি আজীবন যৌন জীবনে লিপ্ত না হওয়ার ব্রত গ্রহণ করেছেন।

শ্লোক ৮

কেশপ্রসাধনোন্মর্দস্নপনাভ্যঞ্জনাদিকম্ ।

গুরুস্ত্রীভির্যুবতিভিঃ কারয়েন্নাত্মনো যুবা ॥ ৮ ॥

কেশ-প্রসাধন—চুল আঁচড়ানো; উন্মর্দ—গাত্র মর্দন; স্নপন—স্নান; অভ্যঞ্জন-আদিকম্—তৈল মর্দন ইত্যাদি; গুরু-স্ত্রীভিঃ—শ্রীগুরুদেবের পত্নীর দ্বারা; যুবতিভিঃ—যুবতী; কারয়েৎ—করতে অনুমতি দেওয়া; ন—না; আত্মনঃ—নিজের সেবার জন্য; যুবা—বিদ্যার্থী যদি যুবক হয়।

অনুবাদ

গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রাহ্মচারী তাঁর দ্বারা আপনার কেশ প্রসাধন, গাত্র মর্দন, স্নান এবং তৈল মর্দন আদি কার্য করাবে না।

তাৎপর্য

শিষ্য এবং গুরুপত্নীর সম্পর্ক মাতা-পুত্রের সম্পর্কের মতো। মা কখনও কখনও তাঁর পুত্রের কেশ প্রসাধন করেন, দেহে তৈল মর্দন করেন অথবা স্নান করান। তেমনই, গুরুপত্নীও মাতার মতো শিষ্যের লালন-পালন করতে পারেন। কিন্তু গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তা হলে যুবক ব্রাহ্মচারীর কর্তব্য সেই মাতাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেওয়া। তা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। সাত প্রকার মাতা রয়েছে—

আত্মমাতা ওরোঃ পত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা ।

ধেনুধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ ॥

গর্ভধারিণী মাতা, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, রাজার পত্নী, গাভী, ধাত্রী এবং পৃথিবী, এঁরা সকলেই মাতা। অনর্থক স্ত্রীসঙ্গ, এমন কি মাতা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গেও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটিই হচ্ছে মানব-সভ্যতা। যে সভ্যতা পুরুষদের অবাধে স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার অনুমতি দেয়, তা পশুর সভ্যতা। কলিযুগে মানুষেরা অত্যন্ত উদার, কিন্তু স্ত্রীলোকদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা এবং কথা বলা অসভ্য জীবনের ভিত্তি।

শ্লোক ৯

নম্নগ্নিঃ প্রমদা নাম ঘৃতকুন্তসমঃ পুমান্ ।

সুতামপি রহো জহ্যাদন্যদা যাবদর্থকৃৎ ॥ ৯ ॥

ননু—নিশ্চিতভাবে; অগ্নিঃ—অগ্নি; প্রমদা—স্ত্রী (যে পুরুষের মন মোহিত করে); নাম—নামী; ঘৃত-কুন্ত—ঘৃতের কলস; সমঃ—সদৃশ; পুমান্—পুরুষ; সুতাম্ অপি—নিজের কন্যাও; রহঃ—নির্জন স্থানে; জহ্যাৎ—সঙ্গ করা উচিত নয়; অন্যদা—অন্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও; যাবৎ—যতখানি; অর্থকৃৎ—প্রয়োজন।

অনুবাদ

যুবতী স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতকুণ্ডের মতো। তাই নিজের কন্যার সঙ্গেও নির্জনে অবস্থান করা উচিত নয়। তেমনই, অনির্জন স্থানে অন্য সময়ে যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তাদের সাথে সঙ্গ করা উচিত।

তাৎপর্য

ঘি-এর পাত্র এবং আগুন যদি একসঙ্গে রাখা হয়, তা হলে ঘি অবশ্যই গলে যাবে। স্ত্রী অগ্নির মতো এবং পুরুষ ঘৃতপাত্রের মতো। মানুষ যতই উন্নত হোক না কেন এবং যতই সংযত হোক না কেন, পুরুষের পক্ষে নারীর উপস্থিতিতে নিজেকে সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব, এমন কি সেই নারী যদি নিজের কন্যা, মা অথবা ভগ্নীও হন। প্রকৃতপক্ষে, সন্ন্যাসীরও মন বিচলিত থাকে। তাই, বৈদিক সভ্যতায় স্ত্রী এবং পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রয়েছে। কেউ যদি স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে নিষেধের এই মৌলিক কারণ বুঝতে না পারে, তা হলে সে একটি পশুর তুল্য। সেটিই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্লোক ১০

কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ ।

দ্বৈতং তাবন্ বিরমেৎ ততো হ্যস্য বিপর্যয়ঃ ॥ ১০ ॥

কল্পয়িত্বা—নিশ্চয় করে; আত্মনা—আত্ম উপলব্ধির দ্বারা; যাবৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত; আভাসম্—প্রতিবিম্ব (মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের); ইদম্—এই (শরীর এবং ইন্দ্রিয়); ইশ্বরঃ—সর্বতোভাবে মোহমুক্ত; দ্বৈতম্—দ্বন্দ্বভাব; তাবৎ—ততক্ষণ পর্যন্ত; ন—করে না; বিরমেৎ—দেখে; ততঃ—সেই দ্বৈত ভাবের দ্বারা; হি—বস্তুতপক্ষে; অস্য—এই ব্যক্তির; বিপর্যয়ঃ—প্রতিক্রিয়া।

অনুবাদ

জীব যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে তার স্বরূপ উপলব্ধি না করে—যতক্ষণ পর্যন্ত তার দেহাত্মবুদ্ধির যে ভ্রান্ত ধারণা, যা তার মূল শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের প্রতিবিম্ব মাত্র, তা থেকে মুক্ত না হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী এবং পুরুষরূপে যে দ্বৈতভাব প্রতিভাত হয়, তা থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। এইভাবে তার বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হওয়ার ফলে অধঃপতনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

তাৎপর্য

স্ত্রীর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার কর্তব্য সম্বন্ধে পুরুষদের প্রতি এটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবধান বাণী। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বরূপ উপলব্ধি লাভ করে পূর্ণরূপে দেহাত্মবুদ্ধির ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত না হয়, ততক্ষণ স্ত্রী এবং পুরুষের দ্বৈতভাব থাকতে বাধ্য। কিন্তু মানুষের যখন প্রকৃতপক্ষে স্বরূপ উপলব্ধি হয়, তখন আর সেই পার্থক্য থাকে না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী ।

শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

“যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।” (ভগবদ্গীতা ৫/১৮) চিন্ময় স্তরে বিদ্বান ব্যক্তি কেবল স্ত্রী-পুরুষের দ্বৈতভাবই পরিত্যাগ করেন না, অধিকন্তু তিনি মানুষ এবং পশুর দ্বৈতভাবও পরিত্যাগ করেন। এটিই স্বরূপ উপলব্ধির পরীক্ষা। মানুষ তখন পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে যে, জীব তার স্বরূপে চিন্ময় আত্মা, কিন্তু সে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীরের স্বাদ গ্রহণ করছে। মানুষ তদ্ব্যগতভাবে তা জানতে পারে, কিন্তু যখন ব্যবহারিকভাবে তার উপলব্ধি হয়, তখনই কেবল তিনি পণ্ডিত হন। সেই উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত দ্বৈতভাব থাকে, এবং স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য বোধ থাকে। এই স্তরে মানুষের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকা উচিত। কারোরই নিজেকে সিদ্ধপুরুষ বলে মনে করে শাস্ত্রের নির্দেশ বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে নিজের কন্যা, মাতা এবং ভগ্নীর সঙ্গেও সঙ্গ করার সময় অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত, সুতরাং অন্য রমণীদের আর কি কথা। শ্রীল মধ্বাচার্য সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

বহুত্বেনৈব বস্তুনাং যথার্থজ্ঞানমুচ্যতে ।

অদ্বৈতজ্ঞানমিত্যেতদ্ দ্বৈতজ্ঞানং তদন্যথা ॥

যথা জ্ঞানং তথা বস্তু যথা বস্তুস্তথা মতিঃ ।

নৈব জ্ঞানার্থযোর্ভেদস্তত একত্ববেদনম্ ॥

বহুত্বের মধ্যে একত্ব দর্শন করাই প্রকৃত জ্ঞান, এবং তাই কৃত্রিমভাবে বৈচিত্র্য পরিত্যাগ করা পূর্ণ জ্ঞানের পরিচায়ক নয়—যা অদ্বৈতবাদীরা করে থাকে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ দর্শন অনুসারে বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু সেই সব একত্রে একটি একক। এই জ্ঞানই পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞান।

শ্লোক ১১

এতৎ সর্বং গৃহস্থস্য সমান্নাতং যতেরপি ।

গুরুবৃত্তির্বিবক্লেন গৃহস্থস্যতুগামিনঃ ॥ ১১ ॥

এতৎ—এই; সর্বম্—সব; গৃহস্থস্য—গৃহস্থের; সমান্নাতম্—বর্ণিত; যতেঃ অপি—সন্ন্যাসীরও; গুরু-বৃত্তিঃ বিবক্লেন—শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করার জন্য; গৃহস্থস্য—গৃহস্থের; ঋতু-গামিনঃ—সন্তান উৎপাদনের জন্য কেবল ঋতুকালেই মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া।

অনুবাদ

সমস্ত বিধি-বিধানগুলি গৃহস্থ এবং সন্ন্যাসী উভয়েরই পালনীয়। তবে, গৃহস্থের পক্ষে সন্তান উৎপাদনের জন্য অনুকূল সময়ে গুরুদেব মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেন।

তাৎপর্য

মানুষ কখনও কখনও ভ্রান্তিবশত মনে করে যে, গৃহস্থ-আশ্রমে যে কোন সময় মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। এটি গৃহস্থ-জীবন সম্বন্ধে একটি ভ্রান্ত ধারণা। আধ্যাত্মিক জীবনে, তা সে গৃহস্থই হোক অথবা বানপ্রস্থই হোক, সন্ন্যাসী হোক অথবা ব্রহ্মচারী হোক, সকলেই শ্রীগুরুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীন। ব্রহ্মচারী এবং সন্ন্যাসীদের ক্ষেত্রে মৈথুন সম্বন্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তেমনই, গৃহস্থদের ক্ষেত্রেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। গৃহস্থের কর্তব্য কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ অনুসারে মৈথুনকার্যে লিপ্ত হওয়া। তাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গুরুদেবের আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য (গুরুবৃত্তির্বিবক্লেন)। শ্রীগুরুদেব যখন আদেশ দেন, গৃহস্থ তখনই কেবল মৈথুনে লিপ্ত হতে পারেন। সেই কথা ভগবদ্গীতাতেও (৭/১১) প্রতিপন্ন হয়েছে। ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোহস্মি—ধর্ম-বিরুদ্ধ নয় যে মৈথুন-জীবন, তাও ধর্ম। গৃহস্থদের শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের অনুকূল সময়ে মৈথুন-জীবনে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি রয়েছে। শ্রীগুরুদেব যদি গৃহস্থকে কোন বিশেষ সময়ে মৈথুন-জীবনে লিপ্ত হওয়ার আদেশ দেন, তখন গৃহস্থ তা করতে পারেন; তা না হলে শ্রীগুরুদেব যদি নিষেধ করেন, তা হলে গৃহস্থের বিরত থাকা উচিত। গৃহস্থের কর্তব্য গর্ভাধান সংস্কার পালন করার জন্য শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হওয়া। তখন তিনি সন্তান

উৎপাদনের জন্য তাঁর পত্নীতে গমন করতে পারেন, অন্যথায় নয়। ব্রাহ্মণ সাধারণত আজীবন ব্রহ্মচারী থাকেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি কখনও গৃহস্থ হয়ে যৌন জীবন আচরণ করেন, তবুও তা সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুদেবের নিয়ন্ত্রণাধীনেই সম্পন্ন হয়। ক্ষত্রিয়ের একাধিক পত্নী বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু তাও শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদিত হয়। এমন নয় যে, গৃহস্থ বলে মানুষ যতবার ইচ্ছা বিবাহ করতে পারবে এবং যখন খুশি যৌন জীবনে লিপ্ত হতে পারবে। সেটি আধ্যাত্মিক জীবন নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বতোভাবে আজীবন গুরুর পরিচালনাধীনে থাকতে হয়। যিনি তাঁর গুরুর নির্দেশ অনুসারে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারেন। *যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ*। কেউ যদি আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে চায়, কিন্তু শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ না করে, নিজের খেয়ালখুশি মতো আচরণ করতে চায়, তা হলে সে নিরাশ্রয়। *যস্যাপ্রসাদান্ গতিঃ কুতোহপি*—শ্রীগুরুদেবের আদেশ ব্যতীত এমন কি গৃহস্থও যৌন জীবনে লিপ্ত হবেন না।

শ্লোক ১২

অঞ্জনাভ্যঞ্জনোন্মর্দস্ত্যবলেখামিষং মধু ।

অগ্নিগন্ধলেপালঙ্কারাংস্ত্যজেষুর্যে বৃহৎস্বতাঃ ॥ ১২ ॥

অঞ্জন—চোখে দেওয়া কাজল; অভ্যঞ্জন—মস্তক মর্দন; উন্মর্দ—শরীর-মর্দন; স্ত্রী-অবলেখ—স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অথবা স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন করা; আমিষম্—মাংসাহার; মধু—সুরা অথবা মধুপান; অগ্নি—পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহ অলঙ্কৃত করা; গন্ধলেপ—শরীরে সুগন্ধলেপন; অলঙ্কারান্—অলঙ্কারের দ্বারা দেহ সজ্জিত করা; ত্যজেষুঃ—ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য; যে—যারা; বৃহৎস্বতাঃ—ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণকারী।

অনুবাদ

উপরোক্ত বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মচর্য-ব্রত ধারণকারী ব্রহ্মচারী অথবা গৃহস্থদের অঞ্জন, তৈললেপন, গাত্রমর্দন, স্ত্রীদর্শন, স্ত্রীলোকের চিত্র অঙ্কন, আমিষ আহার, সুরাপান, পুষ্পমাল্যের দ্বারা দেহসজ্জা, গন্ধ অনুলেপন অথবা অলঙ্কার ধারণ ত্যাগ করা উচিত।

শ্লোক ১৩-১৪

উষিত্বৈবং গুরুকুলে দ্বিজোহধীত্যাববুধ্য চ ।

ত্রয়ীং সাস্ত্রোপনিষদং যাবদর্থং যথাবলম্ ॥ ১৩ ॥

দত্ত্বা বরমনুজ্ঞাতো গুরোঃ কামং যদিশ্বরঃ ।

গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেৎ তত্র বা বসেৎ ॥ ১৪ ॥

উষিত্বা—বাস করে; এবম্—এইভাবে; গুরু-কুলে—শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে; দ্বিজঃ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, যাঁদের দুবার জন্ম হয়েছে; অধীত্য—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে; অববুধ্য—তা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে; চ—এবং; ত্রয়ীম্—বৈদিক শাস্ত্র; স-অঙ্গ—সহায়ক অংশ সহ; উপনিষদম্—এবং উপনিষদ; যাবৎ-অর্থম্—যতখানি সম্ভব; যথা-বলম্—যথাশক্তি; দত্ত্বা—প্রদান করে; বরম্—দক্ষিণা; অনুজ্ঞাতঃ—অনুমতি গ্রহণ করে; গুরোঃ—শ্রীগুরুদেবের; কামম্—বাসনা; যদি—যদি; ইশ্বরঃ—সমর্থ; গৃহম্—গৃহস্থ-জীবন; বনম্—অবসর জীবন; বা—অথবা; প্রবিশেৎ—প্রবেশ করা উচিত; প্রব্রজেৎ—অথবা বেরিয়ে যাওয়া উচিত; তত্র—সেখানে; বা—অথবা; বসেৎ—বাস করা উচিত।

অনুবাদ

দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের কর্তব্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে গুরুকুলে বাস করে বেদাঙ্গ এবং উপনিষদ সহ বৈদিক শাস্ত্রসমূহ যথাশক্তি এবং ক্ষমতা অনুসারে অধ্যয়ন করা। যদি সম্ভব হয়, তা হলে শিষ্যের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা অনুসারে তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করে, নিজের বাসনা অনুসারে গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা।

তাৎপর্য

বেদ অধ্যয়ন করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে অবশ্যই বিশেষ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, কিন্তু সমাজের তিনটি উচ্চবর্ণ—যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা ও শক্তি অনুসারে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শূদ্র এবং অন্ত্যজ ব্যতীত সকলের পক্ষে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বাধ্যতামূলক। বৈদিক শাস্ত্র পরম তত্ত্ব—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, অথবা ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার জ্ঞান প্রদান করে। বৈদিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্যই গুরুকুলের মতো সংস্কারধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে জাগতিক

শিক্ষা লাভের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানের দ্বারা পরম তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রযুক্তিবিদ্যা তাই শূদ্রদের জন্য, আর বেদ দ্বিজদের জন্য। সেই জন্য এই শ্লোকে বলা হয়েছে, দ্বিজোহধীত্যাববুধ্য চ ত্রয়ীং সাক্ষোপনিষদম্। বর্তমান সময়ে, কলিযুগে প্রায় সকলেই শূদ্র, এবং কেউই দ্বিজ নয়। তাই সমাজের অবস্থা আজ অত্যন্ত শোচনীয়।

এই শ্লোকে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে, ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সন্ন্যাস-আশ্রম, বানপ্রস্থ-আশ্রম এবং গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা যায়। এমন নয় যে, ব্রহ্মচারীকে গৃহস্থ হতেই হবে। যেহেতু জীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরম তত্ত্ব উপলব্ধি করা, তাই সমস্ত আশ্রমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। এইভাবে ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সরাসরিভাবে সন্ন্যাস-আশ্রমে যাওয়া যায়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ব্রহ্মচারী-আশ্রম থেকে সরাসরিভাবে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গৃহস্থ-আশ্রম অথবা বানপ্রস্থ-আশ্রম গ্রহণ করা আবশ্যিক বলে মনে করেননি।

শ্লোক ১৫

অগ্নৌ গুরাবাত্মনি চ সর্বভূতেষুধোক্ষজম্ ।

ভূতৈঃ স্বধামভিঃ পশ্যেদপ্রবিষ্টং প্রবিষ্টবৎ ॥ ১৫ ॥

অগ্নৌ—অগ্নিতে; গুরৌ—গুরুতে; আত্মনি—আত্মায়; চ—ও; সর্ব-ভূতেষু—সমস্ত জীব; অধোক্ষজম্—জড় চক্ষু অথবা অন্যান্য জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যিনি উপলব্ধি নন, সেই ভগবানকে; ভূতৈঃ—সমস্ত জীব সহ; স্ব-ধামভিঃ—ভগবানের উপকরণ সহ; পশ্যেৎ—দর্শন করা উচিত; অপ্রবিষ্টম্—প্রবেশ না করে; প্রবিষ্টবৎ—প্রবিষ্ট হওয়ার মতো।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য অগ্নি, গুরুদেব, আত্মা এবং সমস্ত জীব সর্ব অবস্থাতেই অধোক্ষজ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে যুগপৎ প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্টরূপে দর্শন করা। তিনি সব কিছুর পূর্ণ নিয়ন্তারূপে অন্তরে এবং বাইরে অবস্থিত।

তাৎপর্য

ভগবানের সর্বব্যাপকতার উপলব্ধি পরম তত্ত্বের পূর্ণ উপলব্ধি, যা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের ফলে লাভ হয়। ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৫) সেই সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে,

অনুবাদ

এইভাবে অনুশীলন করার ফলে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ অথবা সন্ন্যাসী সর্বত্র ভগবানের উপস্থিতি উপলব্ধি করে পরম ব্রহ্মকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

তাৎপর্য

এটিই অধ্যাত্ম উপলব্ধির সূচনা। প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করতে হয় ব্রহ্ম কিভাবে সর্বত্র উপস্থিত এবং কিভাবে তিনি কার্য করেন। এই শিক্ষাকে বলা হয় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং সেটিই মানব-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই জ্ঞান ব্যতীত মানুষ হওয়ার দাবি করা যায় না; পক্ষান্তরে, সেই ব্যক্তি পশুর স্তরেই থাকে। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, স এব গোখরঃ—এই জ্ঞান ব্যতীত মানুষ গরু অথবা গাধার থেকে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নয়।

শ্লোক ১৭

বানপ্রস্থস্য বক্ষ্যামি নিয়মান্ মুনিসম্মতান্ ।

যানাস্থায় মুনির্গচ্ছেদৃষিলোকমুহাঞ্জসা ॥ ১৭ ॥

বানপ্রস্থস্য—বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বী ব্যক্তি; বক্ষ্যামি—আমি এখন বিশ্লেষণ করব; নিয়মান্—বিধি-বিধান; মুনি-সম্মতান্—যা মুনি-ঋষিদের দ্বারা স্বীকৃত; যান্—যা; আস্থায়—অবস্থিত হয়ে বা অনুশীলন করে; মুনিঃ—মুনি; গচ্ছেৎ—উন্নীত হন; ঋষি-লোকম্—মুনি এবং ঋষিরা যেই লোকে গমন করেন (মহর্লোক); উহ—হে রাজন্; অঞ্জসা—অনায়াসে।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি এখন বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর গুণাবলী বর্ণনা করব। নিষ্ঠা সহকারে বানপ্রস্থ-আশ্রমের এই বিধি-বিধানগুলি পালন করার ফলে, মানুষ মুনিদের উচ্চতর গ্রহলোক মহর্লোক প্রাপ্ত হয়।

শ্লোক ১৮

ন কৃষ্টপচ্যমশ্নীয়াদকৃষ্টং চাপ্যকালতঃ ।

অগ্নিপক্বমথামং বা অর্কপক্বমুতাহরেৎ ॥ ১৮ ॥

ন—না; কৃষ্ট-পচ্যম্—ভূমি কর্ষণের ফলে জাত শস্য; অগ্নীয়াৎ—আহার করা উচিত; অকৃষ্টম্—ভূমি কর্ষণ না করে যে শস্য উৎপন্ন হয়েছে; চ—এবং; অপি—ও; অকালতঃ—অকালপক্ব; অগ্নিপক্বম্—অগ্নিতে পক্ব শস্য; অথ—এবং; আমম্—আম; বা—অথবা; অর্ক-পক্বম্—স্বাভাবিকভাবে সূর্যকিরণের দ্বারা পক্ব; উত—নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; আহরেৎ—বানপ্রস্থ-আশ্রমীর আহার করা উচিত।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ আশ্রমীর ভূমি কর্ষণের দ্বারা উৎপন্ন শস্য আহার করা উচিত নয়। অকর্ষণোৎপন্ন অপক্ব শস্যও আহার করা উচিত নয়। তাঁর পক্ষে অগ্নিপক্ব শস্য গ্রহণ করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে, সূর্যকিরণের দ্বারা পক্ব ফলই কেবল তাঁর আহার্য।

শ্লোক ১৯

বন্যৈশ্চরুপুরোডাশান্ নির্বপেৎ কালচোদিতান্ ।

লন্ধে নবে নবেহন্মাদ্যে পুরাণং চ পরিত্যজেৎ ॥ ১৯ ॥

বন্যৈঃ—কর্ষণহীন জঙ্গলে উৎপন্ন ফল এবং অন্নের দ্বারা; চরু—যজ্ঞাগ্নিতে নিবেদিত শস্য; পুরোডাশান্—সেই চরু থেকে তৈরি পিষ্টক; নির্বপেৎ—সম্পাদন করা উচিত; কাল-চোদিতান্—যা স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে; লন্ধে—প্রাপ্ত হয়ে; নবে—নতুন; নবে অন্ন-আদ্যে—নতুন নতুন অন্ন আদি; পুরাণম্—পুরাতন সংগৃহীত অন্ন; চ—এবং; পরিত্যজেৎ—পরিত্যাগ করা উচিত।

অনুবাদ

বানপ্রস্থীর কর্তব্য জঙ্গলে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন হয়েছে যে ফল এবং অন্ন, তা দিয়ে তৈরি পুরোডাশ (পিষ্টক) যজ্ঞে নিবেদন করা। নতুন নতুন অন্ন প্রাপ্ত হলে, তাঁর কর্তব্য সংগৃহীত পুরাতন অন্ন পরিত্যাগ করা।

শ্লোক ২০

অগ্ন্যর্থমেব শরণমুটজং বাদ্রিকন্দরম্ ।

শ্রয়েত হিমবায়ুগ্নিবর্ষাকাতপষাট্ স্বয়ম্ ॥ ২০ ॥

অগ্নি—অগ্নি; অর্থম্—রাখার জন্য; এব—কেবল; শরণম্—কুটির; উটজম্—ঘাসের তৈরি; বা—অথবা; অদ্রি-কন্দরম্—পর্বতের গুহায়; শ্রয়েত—বানপ্রস্থাবলম্বীর আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত; হিম—তুষার; বায়ু—বায়ু; অগ্নি—আগুন; বর্ষ—বৃষ্টি; অর্ক—সূর্যের; আতপ—কিরণ; ষাট্—সহ্য করে; স্বয়ম্—স্বয়ং।

অনুবাদ

বানপ্রস্থাবলম্বীর কর্তব্য, কেবল পবিত্র অগ্নি রাখার জন্য পর্ণ কুটির অথবা পর্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করা। কিন্তু তিনি স্বয়ং হিম, বায়ু, অগ্নি, বর্ষা এবং সূর্যকিরণ সহ্য করবেন।

শ্লোক ২১

কেশরোমনখশ্মশ্রমলানি জটিলো দধৎ ।

কমণ্ডলুজিনে দণ্ডবন্ধলাগ্নিপরিচ্ছদান্ ॥ ২১ ॥

কেশ—মাথার চুল; রোম—শরীরের রোম; নখ—নখ; শ্মশ্রু—দাড়ি; মলানি—এবং দেহের মল; জটিলঃ—জটা; দধৎ—রাখা উচিত; কমণ্ডলু—কমণ্ডলু; অজিনে—এবং মৃগচর্ম; দণ্ড—দণ্ড; বন্ধল—গাছের বাকল; অগ্নি—আগুন; পরিচ্ছদান্—বসন।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ-আশ্রম অবলম্বীর কর্তব্য জটাধারী হয়ে কেশ, রোম, শ্মশ্রু বর্ধিত হতে দেওয়া। তাঁর শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা উচিত নয়। তাঁর উচিত, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম, দণ্ড, বন্ধল এবং অগ্নিবর্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করা।

শ্লোক ২২

চরেদ্ বনে দ্বাদশাঙ্গানষ্টৌ বা চতুরো মুনিঃ ।

দ্বাবেকং বা যথা বুদ্ধির্ন বিপদ্যেত কৃচ্ছতঃ ॥ ২২ ॥

চরেৎ—থাকা উচিত; বনে—অরণ্যে; দ্বাদশ-অঙ্গান্—বারো বছর; অষ্টৌ—আট বছর; বা—অথবা; চতুরঃ—চার বছর; মুনিঃ—মননশীল সাধু ব্যক্তি; দ্বৌ—দুই;

একম্—এক; বা—অথবা; যথা—ও; বুদ্ধিঃ—বুদ্ধি; ন—না; বিপদ্যেত—মোহগ্রস্ত;
কৃচ্ছতঃ—কঠোর তপস্যার ফলে।

অনুবাদ

বানপ্রস্থ-আশ্রমের কর্তব্য অত্যন্ত মননশীল হয়ে বারো বছর, আট বছর, চার বছর, দুবছর, অথবা অন্ততপক্ষে এক বছর বনে থাকা। তাঁর এমনভাবে আচরণ করা উচিত যাতে তিনি অত্যধিক তপস্যার ফলে বিচলিত অথবা ক্লিষ্ট না হন।

শ্লোক ২৩

যদাকল্পঃ স্বক্রিয়ায়াং ব্যাধিভিজরয়াথবা ।

আত্মীক্ষিক্যাং বা বিদ্যায়াং কুর্যাদনশনাদিকম্ ॥ ২৩ ॥

যদা—যখন; অকল্পঃ—আচরণ করতে অক্ষম; স্ব-ক্রিয়ায়াম্—তাঁর কর্তব্য কর্ম;
ব্যাধিভিঃ—ব্যাধিবশত; জরয়া—অথবা বার্ধক্যবশত; অথবা—অথবা;
আত্মীক্ষিক্যাম্—আধ্যাত্মিক উন্নতিতে; বা—অথবা; বিদ্যায়াং—জ্ঞানের প্রগতিতে;
কুর্যৎ—করা কর্তব্য; অনশন-আদিকম্—অনশন আদি আচরণ করা।

অনুবাদ

যখন তিনি ব্যাধি অথবা বার্ধক্যবশত আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নতি সাধনের জন্য নিজের কর্তব্য কর্ম অনুষ্ঠানে অথবা বেদ অধ্যয়নে অক্ষম হবেন, তখন কোন আহার গ্রহণ না করে তাঁর অনশন করা উচিত।

শ্লোক ২৪

আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য সন্ন্যস্যাহংমমাত্মতাম্ ।

কারণেষু ন্যসেৎ সম্যক্ সংঘাতং তু যথার্থতঃ ॥ ২৪ ॥

আত্মনি—আত্মায়; অগ্নীন্—দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নি; সমারোপ্য—যথাযথভাবে স্থাপন করে; সন্ন্যস্য—ত্যাগ করে; অহম্—অহঙ্কার; মম—ভ্রান্ত ধারণা; আত্মতাম্—দেহাত্মবুদ্ধির; কারণেষু—পাঁচটি উপাদান যা জড় শরীরের কারণ; ন্যসেৎ—বিলীন করবেন; সম্যক্—সম্পূর্ণরূপে; সংঘাতম্—সম্বয়; তু—কিন্তু; যথা-অর্থতঃ—যথাযোগ্য।

অনুবাদ

তার কর্তব্য আত্মাতে অগ্নি যথাযথভাবে স্থাপন করে, দেহাত্মবুদ্ধির কারণ দেহের মমতা পরিত্যাগপূর্বক জড় দেহকে ধীরে ধীরে পঞ্চ-মহাভূতে (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশে) লীন করে দেওয়া।

তাৎপর্য

পঞ্চ-মহাভূত (মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ) দেহের কারণ এবং দেহটি হচ্ছে কার্য। অর্থাৎ, মানুষের খুব ভালভাবে জেনে রাখা উচিত যে, জড় দেহটি পঞ্চ-মহাভূতের সমন্বয় ব্যতীত আর কিছু নয়। এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই জড় দেহের পঞ্চ-মহাভূতে লয় হয়। পূর্ণ জ্ঞান সহকারে ব্রহ্মে লীন হওয়ার অর্থ হচ্ছে, জীব যে তার স্বরূপে তার দেহ নয়, তার আত্মা, সেই কথা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা।

শ্লোক ২৫

খে খানি বায়ৌ নিশ্বাসাংস্তেজঃসুদ্বাণমাত্মবান্ ।

অপ্সুস্কশ্লেষ্মপূয়ানি ক্ষিতৌ শেষং যথোদ্ভবম্ ॥ ২৫ ॥

খে—আকাশে; খানি—দেহের সমস্ত ছিদ্র; বায়ৌ—বায়ুতে; নিশ্বাসান্—(প্রাণ, অপান আদি) দেহাভ্যন্তরে বিচরণশীল সমস্ত বায়ু; তেজঃসু—অগ্নিতে; উদ্বাণম্—দেহের তাপ; আত্মবান্—যে ব্যক্তি আত্মাকে জানেন; অপ্সু—জলে; অস্ক—রক্ত; শ্লেষ্ম—শ্লেষ্মা; পূয়ানি—এবং মূত্র; ক্ষিতৌ—পৃথিবীতে; শেষম্—অবশিষ্ট (যথা ত্বক, অস্থি, এবং দেহের অন্যান্য কঠিন বস্তু); যথা-উদ্ভবম্—যা থেকে সেই সব উৎপন্ন হয়েছে।

অনুবাদ

সংযত এবং পূর্ণরূপে আত্মতত্ত্ববিদ ব্যক্তির কর্তব্য, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ তাদের মূল উৎসে বিলীন করে দেওয়া। দেহের ছিদ্রগুলি আকাশ থেকে, নিঃশ্বাস বায়ু থেকে, দেহের তাপ অগ্নি থেকে, শুক্র, শোণিত ও শ্লেষ্মা জল থেকে, এবং ত্বক, পেশী, অস্থি আদি কঠিন বস্তুগুলি মাটি থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এইভাবে দেহের বিভিন্ন অবয়ব বিভিন্ন উপাদান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এবং তাই তাদের পুনরায় সেই উপাদানগুলিতে বিলীন করে দেওয়া উচিত।

তাৎপর্য

আত্ম-উপলব্ধির অর্থ হচ্ছে, দেহের বিভিন্ন উপাদানগুলির মূল উৎস সম্বন্ধে অবগত হওয়া। দেহ হচ্ছে ত্বক, অস্থি, পেশী, রক্ত, শুক্র, মল, মূত্র, তাপ, নিশ্বাস ইত্যাদির সমন্বয়, যেগুলি মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। মানুষের কর্তব্য দেহের বিভিন্ন অঙ্গগুলির উৎস সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত হওয়া। তখন তিনি আত্মবান্ হন, অর্থাৎ তিনি তখন তাঁর আত্মাকে জানতে পারেন।

শ্লোক ২৬-২৮

বাচমগ্নৌ সবক্তব্যামিন্দ্রে শিল্পং করাবপি ।

পদানি গত্যা বয়সি রত্যোপস্থং প্রজাপতৌ ॥ ২৬ ॥

মৃত্যৌ পায়ুং বিসর্গং চ যথাস্থানং বিনির্দেশেৎ ।

দিক্ষু শ্রোত্রং সনাদেন স্পর্শেনাধ্যাত্মনি ত্বচম্ ॥ ২৭ ॥

রূপাণি চক্ষুষা রাজন্ জ্যোতিষ্যভিনিবেশয়েৎ ।

অঙ্গু প্রচেতসা জিহ্বাং শ্রোত্রৈর্ঘ্রাণং ক্ষিতৌ ন্যসেৎ ॥ ২৮ ॥

বাচম্—বাণী; অগ্নৌ—অগ্নিদেবকে; সবক্তব্যাম্—বাণীর বিষয়বস্তু সহ; ইন্দ্রে—দেবরাজ ইন্দ্রকে; শিল্পম্—শিল্পকলা বা হাত দিয়ে কাজ করার ক্ষমতা; করৌ—হস্তদ্বয়; অপি—বস্তুতপক্ষে; পদানি—পদদ্বয়; গত্যা—গমনাগমন করার ক্ষমতা; বয়সি—ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে; রত্যা—যৌন বাসনা; উপস্থম্—উপস্থ সহ; প্রজাপতৌ—প্রজাপতিকে; মৃত্যৌ—মৃত্যু-দেবতাকে; পায়ুম্—পায়ু; বিসর্গম্—তার মলত্যাগ কার্য সহ; চ—ও; যথা-স্থানম্—যথাস্থানে; বিনির্দেশেৎ—নির্দিষ্ট করা উচিত; দিক্ষু—বিভিন্ন দিকে; শ্রোত্রম্—শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে; সনাদেন—নাদ সহ; স্পর্শেন—স্পর্শ সহ; অধ্যাত্মনি—বায়ু দেবতাকে; ত্বচম্—স্পর্শেন্দ্রিয়; রূপাণি—রূপ; চক্ষুষা—দৃষ্টিশক্তি সহ; রাজন্—হে রাজন; জ্যোতিষি—সূর্যকে; অভিনিবেশয়েৎ—বিলীন করে দেওয়া উচিত; অঙ্গু—জলে; প্রচেতসা—বরুণ দেবতা সহ; জিহ্বাম্—জিহ্বাকে; শ্রোত্রৈঃ—ঘ্রাণের বিষয়; ঘ্রাণম্—ঘ্রাণশক্তি; ক্ষিতৌ—পৃথিবীতে; ন্যসেৎ—বিলীন করে দেওয়া উচিত।

অনুবাদ

তারপর, বাক্যের সঙ্গে বাক্ ইন্দ্রিয়কে (জিহ্বা) অগ্নিতে সমর্পণ করা উচিত। শিল্প সহ হস্তদ্বয় ইন্দ্রদেবকে অর্পণ করা উচিত। গতি সহ পদদ্বয় বিষ্ণুকে নিবেদন

করা উচিত। রতি সহ উপস্থ প্রজাপতিকে নিবেদন করা উচিত। বিসর্গ সহ পায়ুকে মৃত্যুতে অর্পণ করা উচিত। শব্দসহ শ্রবণেন্দ্রিয়কে দিক সমূহের অধিপতি দেবতাদের নিবেদন করা উচিত। স্পর্শ সহ ত্বক ইন্দ্রিয় বায়ুকে অর্পণ করা উচিত। দৃষ্টিশক্তি সহ রূপ সূর্যকে অর্পণ করা উচিত। বরুণ সহ জিহ্বাকে জলে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সহ ঘ্রাণকে ভূমিতে অর্পণ করা উচিত।

শ্লোক ২৯-৩০

মনো মনোরথৈশ্চন্দ্রে বুদ্ধিং বোধ্যঃ কবৌ পরে ।

কর্মাণ্যধ্যাত্বনা রুদ্রে যদহংমমতাক্রিয়া ।

সত্ত্বেন চিত্তং ক্ষেত্রজ্ঞে গুণৈর্বৈকারিকং পরে ॥ ২৯ ॥

অঙ্গু ক্ষিতিমপো জ্যোতিষ্যদো বায়ৌ নভস্যমুম্ ।

কূটস্থে তচ্চ মহতি তদব্যক্তেহক্ষরে চ তৎ ॥ ৩০ ॥

মনঃ—মন; মনোরথৈঃ—বিষয়-বাসনা সহ; চন্দ্রে—চন্দ্রদেবকে; বুদ্ধিম্—বুদ্ধিকে; বোধ্যঃ—বুদ্ধির বিষয় সহ; কবৌ পরে—পরম জ্ঞানী ব্রহ্মাকে; কর্ম্মাণি—জড় কার্যকলাপ; অধ্যাত্বনা—অহঙ্কার সহ; রুদ্রে—রুদ্রদেবকে; যৎ—যেখানে; অহম্—আমি আমার জড় দেহ; মমতা—জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তু আমার; ক্রিয়া—এই প্রকার কার্যকলাপ; সত্ত্বেন—চেতনা সহ; চিত্তম্—চিত্তকে; ক্ষেত্রজ্ঞে—জীবাত্মাকে; গুণৈঃ—গুণের দ্বারা সম্পাদিত জড় কার্যকলাপ সহ; বৈকারিকম্—গুণের অধীন জীবকে; পরে—পরমেশ্বরে; অঙ্গু—জলে; ক্ষিতিম্—পৃথিবী; অপঃ—জল; জ্যোতিষি—জ্যোতিষ্কে, বিশেষ করে সূর্যে; অদঃ—জ্যোতি; বায়ৌ—বায়ুতে; নভসি—আকাশে; অমুম্—তা; কূটস্থে—অহং তত্ত্বে; তৎ—তা; চ—ও; মহতি—মহত্ত্বে; তৎ—তা; অব্যক্তে—অব্যক্ততে; অক্ষরে—পরমাত্মায়; চ—ও; তৎ—তা।

অনুবাদ

জড় বাসনা সহ মনকে চন্দ্রদেবে লীন করা উচিত। বোধ্য বিষয় সহ বুদ্ধি ব্রহ্মাকে অর্পণ করা উচিত। দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহ সম্পর্কিত বস্তুতে মমতা উৎপাদনকারী অহঙ্কার সহ কর্মসমূহকে অহঙ্কারের দেবতা রুদ্রদেবে লীন করে দেওয়া উচিত। চেতনা সহ চিত্তকে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবে লীন করে দেওয়া উচিত, এবং বিকার প্রাপ্ত

জীব সহ প্রকৃতির গুণের অধীন দেবতাদের পরম পুরুষে লীন করে দেওয়া উচিত। পৃথিবীকে জলে, জলকে তেজে, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে সমগ্র জড় শক্তি স্বরূপ আকাশে, আকাশকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্ত্বে, মহত্ত্বকে প্রধানে, এবং অবশেষে প্রধানকে পরমাত্মায় লীন করে দেওয়া উচিত।

শ্লোক ৩১

ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্ ।

জ্ঞাত্বাছয়োহথ বিরমেদ্ দন্ধযোনিরিবানলঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি—এইভাবে; অক্ষরতয়া—চিন্ময় হওয়ার ফলে; আত্মানম্—আত্মাকে; চিন্মাত্রম্—পূর্ণরূপে চিন্ময়; অবশেষিতম্—অবশিষ্ট (একে একে সমস্ত জড় উপাদান পরমাত্মায় লীন হয়ে যাওয়ার পর); জ্ঞাত্বা—অবগত হয়ে; অদ্বয়ঃ—অদ্বয় অথবা পরমাত্মার গুণ সমন্বিত; অথ—এইভাবে; বিরমেৎ—জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হওয়া উচিত; দন্ধ-যোনিঃ—যার উৎস (কাঠ) দন্ধ হয়েছে; ইব—সদৃশ; অনলঃ—অগ্নি।

অনুবাদ

এইভাবে যখন সমস্ত জড় উপাদান তাদের জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন পূর্ণ চিন্ময় জীব পরম পুরুষের সঙ্গে গুণগতভাবে এক হওয়ার ফলে তার জড় অস্তিত্ব থেকে বিরত হবে, ঠিক যেমন কাঠ দন্ধ হয়ে গেলে আর তখন অগ্নিশিখা থাকে না। জড় দেহ যখন বিভিন্ন জড় উপাদানে লীন হয়ে যায়, তখন কেবল চিন্ময় আত্মাই অবশিষ্ট থাকে। এই চিন্ময় জীব হচ্ছে ব্রহ্ম, এবং সে পরব্রহ্মের সঙ্গে গুণগতভাবে এক।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'আদর্শ সমাজ—চতুরাশ্রম' নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবাদান্ত তাৎপর্য।